দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশ পঞ্চান্ন

দানিয়েলের শেষ দর্শনের উন্মোচন: জ্ঞানী কুমারীদের একটি সমান্তরাল যাত্রা

Jeff Pippenger
2024-03-24

আমরা দানিয়েলের শেষ দর্শনের বিষয়ে আমাদের বিবেচনা শুরু করেছি এই পরিচয়ের মাধ্যমে যে, দানিয়েল ঈশ্বরের অন্তিম দিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজাদের একটি প্রতীক; এবং আমরা প্রথম পদটিকে শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে, বেলতেশৎসর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সেই অন্তিম দিনের লোকদের ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করতে আরম্ভ করেছি। ঈশ্বরের অন্তিম দিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজারা প্রথম দূতের আন্দোলনের মিলারাইটদের, এবং তৃতীয় দূতের আন্দোলনের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করে। মিলারাইটরা দশ কুমারীর উপমাটি পরিপূর্ণ করেছিল, এবং সেই উপমাটি অন্তিম দিনগুলোতে অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হয়।

> “আমাকে প্রায়ই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটির প্রতি নির্দেশ করা হয়, যাদের মধ্যে পাঁচজন জ্ঞানী ছিল, এবং পাঁচজন মূর্খ। এই দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ হয়েছে এবং হবে, কারণ এই সময়ের জন্য এর একটি বিশেষ প্রয়োগ রয়েছে, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ন্যায়, এটি পরিপূর্ণ হয়েছে এবং সময়ের অন্ত পর্যন্ত বর্তমান সত্যরূপে অব্যাহত থাকবে।” রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১৯ আগস্ট, ১৮৯০।

শেষ দিনগুলোর উভয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই অ্যাডভেন্টবাদের অভিজ্ঞতা।

> “মথি ২৫ অধ্যায়ের দশ কুমারীর উপমাটিও অ্যাডভেন্টিস্ট জনগণের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করে।” The Great Controversy, 393.

মিলারাইটরা প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং তাদের অভিজ্ঞতাও ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে, ফিলাডেলফিয়ার মিলারাইট আন্দোলন লাওদিকিয়ার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, এবং ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহে এটি আরও রূপান্তরিত হয়ে লাওদিকিয়ান সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে পরিণত হয়।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাঁদের অভিজ্ঞতাও ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে ড্যানিয়েলের পুস্তক লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল, এবং ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট আন্দোলন শুরু হয়, এবং ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ফিলাডেলফীয় আন্দোলনে ফিরে যাওয়ার রূপান্তর ঘটল।

Belteshazzar, অর্থাৎ দানিয়েল, শেষ দিনের ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা মিলারাইটদের ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলনকে "অক্ষরে অক্ষরে" পুনরাবৃত্তি করে। শেষ দর্শনের প্রথম পদটি সেই শেষ দিনের মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং শেষ দর্শনের শেষ সাক্ষ্যটি শেষ দর্শনের প্রথম সাক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। দানিয়েল গ্রন্থের বারো অধ্যায়ের শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধিকে এবং তার ফলে উৎপন্ন

দুটি শ্রেণীকে চিহ্নিত করে। Belteshazzar শেষ দিনের জ্ঞানীদের চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি। দানিয়েল গ্রন্থের বারো অধ্যায়ে অন্তত পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য আছে, যা মিলারাইট আন্দোলনের নোঙর ছিল এবং যা তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে পুনরাবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রথমটি হলো শুদ্ধিকরণের সেই প্রক্রিয়া, যা উপাসকদের দুটি শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং ফলে সূচনা ও সমাপ্তি—উভয় পর্যায়েই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটি পূরণ করে।

> কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, এই কথাগুলো গোপন করো, এবং গ্রন্থটিকে সিলমোহর করে রাখো, অন্তিম সময় পর্যন্ত; অনেকে এদিক-সেদিক দৌড়াবে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। … আর তিনি বললেন, ‘তুমি তোমার পথে যাও, দানিয়েল; কারণ এই কথাগুলো অন্তিম সময় পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে এবং সিলমোহর করা হয়েছে। অনেকে শুদ্ধ হবে, শুভ্র করা হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে; আর দুষ্টদের কেউই বুঝবে না, কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে।’ দানিয়েল ১২:৪, ৯, ১০।

জ্ঞানী ও দুষ্ট (মূর্খ) মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে তাদের সেই বোধগম্যতার ওপর—শেষ কালের সময়ে উন্মোচিত হওয়া জ্ঞানের বৃদ্ধিকে বোঝা (মানসিকভাবে বিভাজন করা)—যা মিলারাইটদের জন্য ১৭৯৮ সালে, বা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য ১৯৮৯ সালে খুলে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের লোকদের জানা প্রয়োজন যে অ্যাডভেন্টিজম হলো দশ কুমারীর উপমার অভিজ্ঞতা, কারণ ঐ বোঝাপড়া ছাড়া তারা খুঁজে দেখবে না যে অন্তিম প্রজন্মের জন্য "সমাপ্তির সময়" কখন এসে পৌঁছেছিল, বা তখন কোন বার্তাটি মোহরখোলা হয়েছিল। অ্যাডভেন্টিস্ট অভিজ্ঞতা যে একটি তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া—সত্যের ক্রমোন্নত বিকাশের ওপর ভিত্তি করে—যা একটি "জীবন-বা-মৃত্যু" পরিণামের দিকে নিয়ে যায়—এই বোঝাপড়া ছাড়া প্রত্যেকে সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্টের উচ্চ আহ্বানকে চিনতে পারা অসম্ভব। বেলতেশৎসর এমন একটি জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা জানে যে তারা সেই শোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, যা "শুদ্ধ, শুভ্র করা, এবং পরীক্ষিত" হওয়া হিসেবে উপস্থাপিত। ওই একই তিন-ধাপের শোধন প্রক্রিয়াকেই বিশেষভাবে পবিত্র আত্মার কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি; তোমাদের জন্য আমার চলে যাওয়াই মঙ্গলজনক; কারণ আমি যদি না যাই, তবে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব। আর তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি জগতকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করবেন: পাপের বিষয়ে, কারণ তারা আমার ওপর বিশ্বাস করে না; ধার্মিকতার বিষয়ে, কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, এবং তোমরা আমাকে আর দেখবে না; বিচারের বিষয়ে, কারণ এই জগতের শাসক বিচারিত হয়েছে। তোমাদের বলবার মতো আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো ধারণ করতে পারছ না। তবে তিনি, অর্থাৎ সত্যের আত্মা, যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যের মধ্যে পরিচালনা করবেন; কারণ তিনি নিজের থেকে বলবেন না; বরং যা তিনি শুনবেন, তাই তিনি বলবেন; এবং তিনি তোমাদের ভবিষ্যৎ বিষয়গুলো জানিয়ে দেবেন। যোহন ১৬:৭–১৩।

জ্ঞানী কুমারীদের ‘সমস্ত সত্য’-এর মধ্যে পরিচালিত করতে পবিত্র আত্মার কাজের অংশ হলো জগতকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্পর্কে তিরস্কার করা—অর্থাৎ সতর্ক করা বা দোষ প্রতিপন্ন করা; আর এই একই তিনটি ধাপই দানিয়েল বারো অধ্যায়ে কাউকে জ্ঞানী বা মূর্খ কুমারীতে পরিণত করে। যীশু যেটিকে পবিত্র আত্মার কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন,

সেই বার্তাই হলো 'তেল', যা দানিয়েল বারোতে জ্ঞানী ও দুষ্টদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করে। ঈশ্বরের শেষ কালের লোকদের তাদের প্রজন্মের জন্য জ্ঞানের বৃদ্ধি বুঝতে হবে, এবং সেই জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এই উপলব্ধি যে মথি অধ্যায় পঁচিশের উপমা অনুযায়ী তারা প্রত্যেকে হয় মূর্খ কুমারীর দলে, নয়তো জ্ঞানী কুমারীর দলে পড়ে।

"পবিত্র দর্শনে যোহনকে এই বিষয়গুলি দেখানো হয়েছিল। তিনি দেখলেন পাঁচ জ্ঞানী কুমারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সেই দলকে, যাদের প্রদীপের সলতে ছাঁটা এবং জ্বলছিল; এবং পরমানন্দে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'এখানে সাধুগণের ধৈর্য আছে; এখানে তারা, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে। আর আমি স্বর্গ থেকে একটি স্বর শুনলাম, যা আমাকে বলল, লিখ, এখন থেকে প্রভুতে যারা মৃত্যু বরণ করে তারা ধন্য: হ্যাঁ, আত্মা বলেন, তারা যেন তাদের পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পায়; এবং তাদের কর্ম তাদের অনুসরণ করে।'"

যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের বার্তা শুনেছিল, তাদের অনেকেই ভাবতেন যে তারা স্বর্গের মেঘে খ্রিষ্টের আগমন দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। যদি সত্যে বিশ্বাস করার দাবি করা সকলে জ্ঞানী কুমারীদের মতো তাদের ভূমিকা পালন করতেন, তাহলে এই বার্তাটি এরই মধ্যে প্রত্যেক জাতি, গোত্র, ভাষা ও লোকের কাছে ঘোষিত হতো। কিন্তু পাঁচজন জ্ঞানী ছিল এবং পাঁচজন মূর্খ। সত্যটি দশ কুমারীর মাধ্যমেই ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মাত্র পাঁচজনই সেই অপরিহার্য প্রস্তুতি নিয়েছিল যা তাদের কাছে আসা আলোর মধ্যে চলা দলের সঙ্গে যোগ দিতে দরকার ছিল। তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রয়োজন ছিল। এই ঘোষণা দেওয়া দরকার ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার অধীনে যারা বরকে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে, যা বিশ্বের কাছে দেওয়ার শেষ পরীক্ষামূলক বার্তা, প্রত্যাখ্যান করেছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১৮-এ যার বর্ণনা আছে সেই অন্য স্বর্গদূত যখন তাঁর বার্তা দেবে, তখন একই ধরনের কাজ সম্পন্ন হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলি পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন হবে। কলিসিয়াকে এ আহ্বান জানানো হবে, 'হে আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্য থেকে বের হয়ে এসো, যেন তোমরা তার পাপের অংশীদার না হও।' 'বাবিল, মহা নগরী, পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, এবং তা দুষ্টাত্মাদের আবাসস্থল হয়েছে, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার কারাগার, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণিত পাখির খাঁচা হয়েছে। কারণ সমস্ত জাতি তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ পান করেছে, এবং পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার বিলাসিতার প্রাচুর্যে ধনী হয়েছে.... হে আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্য থেকে বের হয়ে এসো, যেন তোমরা তার পাপের অংশীদার না হও, এবং যেন তোমরা তার মহামারীগুলো গ্রহণ না কর; কারণ তার পাপ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অন্যায় স্মরণ করেছেন' [প্রকাশিত বাক্য ১৮:২-৫]।

এই অধ্যায়ের প্রতিটি পদ ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়ো, বিশেষ করে শেষ দুটি: 'আর প্রদীপের আলো তোমার মধ্যে আর একেবারেই জ্বলবে না; আর বর ও কনের কণ্ঠস্বর তোমার মধ্যে আর একেবারেই শোনা যাবে না: কারণ তোমার বণিকরা ছিল পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা; কারণ তোমার যাদুবিদ্যার দ্বারা সমস্ত জাতি প্রতারিত হয়েছিল। আর তার মধ্যে পাওয়া গেল নবীদের রক্ত, এবং সাধুদের রক্ত, এবং পৃথিবীতে যারা নিহত হয়েছিল তাদের সকলের রক্ত।'

"দশ কুমারীর উপমাটি খ্রিস্ট নিজেই দিয়েছিলেন, এবং এর প্রতিটি বিবরণ সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত। এক সময় আসবে যখন দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে হয় জ্ঞানী কুমারীরা, নয় মূর্খ কুমারীরা। এখন আমরা পার্থক্য করতে পারি না, এবং কারা জ্ঞানী আর কারা মূর্খ তা বলার কর্তৃত্বও আমাদের নেই। কেউ কেউ অধার্মিকতার মধ্যে সত্যকে ধারণ করে, এবং এরা বাহ্যত জ্ঞানীদের মতোই প্রতীয়মান হয়।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৬, ২৭০।

শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনের সময় বাবিলন থেকে নারী-পুরুষকে বেরিয়ে আসতে ডাক দিতে হবে এমন অ্যাডভেন্টিস্ট হিসেবে আমরা "জ্ঞানী" বা "মূর্খ" কুমারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করি। যোহন যে দলটিকে দেখেছিলেন, "পাঁচ জ্ঞানী কুমারী, যাদের প্রদীপ কেটে-ছেঁটে ঠিক করা ও জ্বলন্ত ছিল" দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত, যাদের তিনি আরও "পবিত্রদের ধৈর্য" অধিকারী এবং যারা "ঈশ্বরের আজ্ঞা মানে ও যিশুর বিশ্বাস ধারণ করে" বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তারাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। তাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা মানা, যিশুর বিশ্বাস অনুশীলন করা, এবং তারা মথি পঁচিশ অধ্যায়ের উপমার কুমারী—এ কথা জানা আবশ্যক। তারা শুধু এটুকু বুঝলেই চলবে না যে তারা জ্ঞানী বা মূর্খ কুমারী; বরং দানিয়েলের ভাষায় যে অভিজ্ঞতা "শুদ্ধ, শুভ্র ও পরীক্ষিত" হওয়া হিসেবে উপস্থাপিত, সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের পুনরায় যেতে হবে।

আর তারা সিংহাসনের সামনে, চারটি জীবের সামনে এবং প্রবীণদের সামনে যেন একটি নতুন গান গাইল; এবং সেই গানটি শিখতে পারল না কেউ, কেবল যারা পৃথিবী থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। এরা সেই যারা নারীদের দ্বারা অপবিত্র হয়নি; কারণ তারা কুমার। এরা সেই যারা মেষশাবক যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করে। এরা মানুষদের মধ্য থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, ঈশ্বর ও মেষশাবকের কাছে প্রথমফল হিসেবে। আর তাদের মুখে কোনো ছলনা পাওয়া গেল না; কারণ ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তারা দোষহীন। প্রকাশিত বাক্য ১৪:৩-৫।

দানিয়েল অধ্যায় বারোতে অন্তত পাঁচটি সত্য উপস্থাপিত হয়েছে; এগুলো প্রথম স্বর্গদূতের মিলারাইট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত সত্য, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরাবৃত্ত হবে এবং আরও পূর্ণভাবে বোঝা যাবে। সে সকল সত্যের একটি হলো দশ কুমারীর উপমার সঙ্গে সম্পর্কিত তিন-ধাপের পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের বিচারে উইলিয়াম মিলার যে প্রথম সত্যটি বুঝেছিলেন, তা ছিল লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের ‘সাত সময়’; এবং সেই সত্যটি দানিয়েল অধ্যায় বারোতে চিহ্নিত হয়েছে, এবং সেটিই সেখানে উল্লিখিত মিলারাইট ইতিহাসের প্রথম সত্য।

কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, কথাগুলো বন্ধ করো, এবং বইটিকে মোহর দিয়ে রাখো, শেষে সময় পর্যন্ত; অনেকেই এদিক-ওদিক দৌড়াবে, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। তারপর আমি, দানিয়েল, তাকালাম, এবং দেখো, আরও দুজন দাঁড়িয়ে আছে, একজন নদীর তীরের এ পাশে, আর আরেকজন নদীর তীরের ওই পাশে। এবং তাদের একজন সেই সুতির বস্ত্রপরিহিত মানুষটিকে, যিনি নদীর জলের উপর ছিলেন, বলল, এই আশ্চর্য বিষয়গুলোর শেষ হতে আর কতকাল? আর আমি সেই সুতির বস্ত্রপরিহিত মানুষটিকে, যিনি নদীর জলের উপর ছিলেন, শুনলাম—তিনি যখন তাঁর ডান হাত ও বাঁ হাত আকাশের দিকে তুললেন এবং যিনি চিরকাল জীবিত, তাঁর নামে শপথ করে বললেন যে এটি হবে এক কাল, দুই কাল, এবং অর্ধেক কাল; এবং যখন পবিত্র জাতির শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করা সম্পন্ন হবে, তখন এই সমস্ত বিষয় শেষ হবে। এবং আমি শুনলাম, কিন্তু বুঝলাম না; তখন আমি বললাম, হে প্রভু আমার, এই বিষয়গুলোর শেষে কী হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার পথে যাও, দানিয়েল; কারণ

> কথাগুলো শেষ সময় পর্যন্ত বন্ধ ও মোহর দেওয়া আছে। অনেকেই পরিশুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে; দুষ্টদের কেউই বুঝবে না, কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে। দানিয়েল ১২:৪-১০।

এই অংশটি দানিয়েলের বইটি শেষ সময় পর্যন্ত সীলবদ্ধ থাকবে, এই কথাটি দিয়ে শুরু হয়, এবং দানিয়েলের বইটি শেষ সময় পর্যন্ত সীলবদ্ধ থাকবে, এই কথাতেই সমাপ্ত হয়। দানিয়েলের বাক্য সীলবদ্ধ করার প্রথম ও শেষ ঘোষণার মাঝখানে, "যিনি চিরকাল জীবিত" তাঁর শপথকৃত সাক্ষ্য ছিল: "এটি হবে এক কাল, দুই কাল ও অর্ধকাল; এবং যখন তিনি পবিত্র লোকদের শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করা সম্পন্ন করবেন, তখন এই সমস্ত বিষয়ের সমাপ্তি ঘটবে।"

যিনি জলের উপর ছিলেন, সূক্ষ্ম সূতি বস্ত্র পরিহিত, তিনিই এই শপথ করে দেওয়া সাক্ষ্যটি দিয়েছিলেন। দানিয়েল হিদ্দেকেল নদীর এক তীরে এক স্বর্গদূত এবং অন্য তীরে আরেক স্বর্গদূত দেখলেন, এবং সেই স্বর্গদূতদের একজন একটি প্রশ্ন করল, যার উত্তর দিলেন জলের উপর অবস্থানকারী সেই জন। প্রশ্নটি ছিল, "আর কতকাল?" এটি দানিয়েল পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পদে করা প্রশ্নটির প্রথম দুটি শব্দেরই সঙ্গে একই।

> তখন আমি এক পবিত্রজনকে কথা বলতে শুনলাম; এবং আর-এক পবিত্রজন সেই কথা-কহতি পবিত্রজনকে বললেন, "নিত্য বলি সম্বন্ধে, এবং সেই বিনাশকারী অপরাধ সম্বন্ধে, দর্শন কতকাল স্থায়ী হইবে, যাতে পবিত্রস্থান ও সেনাদল উভয়ই পদদলিত হয়?" আর তিনি আমাকে বললেন, "দুই হাজার তিনশত দিন পর্যন্ত; তারপর পবিত্রস্থান শুচিকৃত হইবে।" দানিয়েল ৮:১৩, ১৪।

উভয় কথোপকথনেই একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামো দেখা যায়, তবে অষ্টম অধ্যায়ে দানিয়েল ছিলেন উলাই নদীর তীরে, হিদ্দেকেল নদীর তীরে নয়। অষ্টম অধ্যায়ে একজন স্বর্গদূত (সন্ত) "যিনি কথা বলছিলেন সেই নির্দিষ্ট সন্তকে বললেন, কতদিন।" "that certain saint" হিসেবে যে হিব্রু শব্দটি অনূদিত হয়েছে, তা হলো হিব্রু শব্দ "পালমোনি", যার অর্থ "বিস্ময়কর গণনাকারী" বা "রহস্যের গণনাকারী"। অষ্টম অধ্যায়ে যীশু (বিস্ময়কর গণনাকারী) কথা বলছিলেন, এবং আরেকজন সন্ত যীশুকে (সেই নির্দিষ্ট সন্ত) জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন?"

বারো অধ্যায়ে, জলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যিনি, তাঁকে হিদ্দেকেল নদীর এক তীরে থাকা এক স্বর্গদূত জিজ্ঞাসা করলেন, "কতকাল?" এই দুই অংশকে অবশ্যই পংক্তি পংক্তি করে একসাথে বিবেচনা করতে হবে। আট অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্ন হলো, "পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করার যে দর্শন—যা প্রথমে পৌত্তলিকতা এবং পরে পোপতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত—তা কতকাল স্থায়ী হবে?" বারো অধ্যায়ের প্রশ্ন হলো, "এই বিস্ময়কর বিষয়গুলির শেষ পর্যন্ত কতকাল হবে?" তারপর শপথ করে উত্তর দিলেন পালমনি, সেই বিস্ময়কর গণনাকারী, যিনি সুক্ষ্ম সুতির বস্ত্র পরিহিত ছিলেন এবং জলের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, "এটি হবে এক কাল, দুই কাল ও আধা কাল; এবং যখন তিনি পবিত্র জাতির শক্তি ছত্রভঙ্গ করা সম্পন্ন করবেন, তখন এই সব বিষয়ের অবসান হবে।"

উলাই ও হিদ্দেকেল নদীর প্রশ্ন হলো, "ঈশ্বরের জনগণের ছত্রভঙ্গ হওয়ার সেই দর্শনের সময়কাল কতক্ষণ, যা প্রথমে পৌত্তলিকতা এবং পরে পাপালতন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়, যখন তারা পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করে?" উত্তরে বলা হয়, পদদলন ১৭৯৮ সালে শেষ হয়, যখন পালমোনির দ্বারা মিলারাইট মন্দির উত্থাপনের কাজ শুরু হয়, এবং তারপর ছেচল্লিশ বছর পরে ১৮৪৪ সালে শেষ হয়, যখন পবিত্রস্থান শুদ্ধ করা হওয়ার কথা ছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়ে দানিয়েলে কথোপকথনটি শুনেছিলেন, 'কিন্তু আমি বুঝিলাম না'। বুঝতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি তিনি খ্রিষ্টকে জিজ্ঞেসে করার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন: 'হে আমার প্রভু, এই বিষয়গুলোর শেষে কী হবে?' তাঁর এই বুঝতে চাওয়ার প্রকাশটি বুদ্ধিমতী কুমারীদেরে বুঝতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছেলি, কারণ সমগ্র সংলাপটি দানিয়েলেরে বইটি শেষে সময় পর্যন্ত মোহরবদ্ধ থাকবে—এই দুইটি উল্লেখেরে মাঝখানে স্থাপতি ছিলি। ১৭৯৮ সালে মোহর খোলা যে সত্য, তা বুঝতে উইলিয়াম মিলারেরে উপর আরোপতি আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেনে দানিয়েলে; এবং প্রথম যে সত্যটি তিনি চিনিতে প্রণোদিতি হয়েছিলেনে, তা ছিলি পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলতি করা—প্রথমে পৌত্তলিকতা দ্বারা এবং পরে পোপতন্ত্র দ্বারা—সেই সময়কালে যখন লেবীয় পুস্তক ২৬-এ উল্লিখিতি 'সাত সময়' পূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র জাতির শক্তি ছিন্নিবচ্ছিন্নি করা হচ্ছিলি।

সত্য জানার মিলারেরে আকাঙ্ক্ষা দানিয়েলেরে আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, কিন্তু মিলারেরে বোঝাপড়া ছিলি অসম্পূর্ণ। দানিয়েলে মিলারেরে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করেনে, আর বেলতেশৎসর প্রতিনিধিত্ব করেনে তাদেরে, যাদেরে সেই বিষয় ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বোধ আছে। দানিয়েলে পুস্তকেরে দ্বাদশ অধ্যায়ে মিলারাইটদেরে অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত অন্তত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আছে, যার সমান্তরাল প্রতিরূপ দেখো যাবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশি হাজারেরে ইতিহাসে। একটি হলো—তারা দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটি, তার তিনি-ধাপেরে পরীক্ষার প্রক্রিয়াসহ, পূর্ণ করেছেলি এবং বুঝেছেলি যে তারা তা পূর্ণ করছে; আর অন্যটি হলো—তারা লেবীয় পুস্তকেরে ছাব্বিশিতম অধ্যায়েরে 'সাত বার'-এর ভিত্তিপ্রস্তরটি বোঝে।

আমরা আমাদেরে পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণাটি চালিয়ে যাব।

> তখন স্বর্গরাজ্য দশ কুমারীর মতো হবে, যারা তাদেরে প্রদীপ নিয়ে বরকে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে গেলে। তাদেরে মধ্যে পাঁচজন জ্ঞানী ছিলি, আর পাঁচজন মূর্খ। যারা মূর্খ ছিলি তারা তাদেরে প্রদীপ নিলি, কিন্তু সঙ্গে তেলে নিলি না; কিন্তু জ্ঞানীরা তাদেরে প্রদীপেরে সঙ্গে তাদেরে পাত্রে তেলে নিলি। বর আসতে দেরি করায় তারা সবাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আর মধ্যরাতে একটি ধ্বনি উঠল, 'দেখো, বর আসছেনে; তাঁর সাক্ষাতে বেরিয়ে যাও।' তখন সেই সব কুমারীরা উঠে তাদেরে প্রদীপ ঠিকি করল। আর মূর্খরা জ্ঞানীদেরে বলল, 'তোমাদেরে তেলে থেকে আমাদেরে দাও; কারণ আমাদেরে প্রদীপ নিভে গেছে।' কিন্তু জ্ঞানীরা উত্তর দিলি, 'তা হবে না; নচেৎ আমাদেরেও তোমাদেরেও পক্ষে যথেষ্ট হবে না; বরং যারা বিক্রি করে তাদেরে কাছে যাও, এবং নিজিদেরে জন্য কিনে নাও।' তারা যখন কিনিতে গেলে, তখন বর এসে গেলে; আর যারা প্রস্তুত ছিলি তারা তার সঙ্গে বিবাহ-অনুষ্ঠানে ভেতেরে প্রবেশে করল; আর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে। পরে অন্য কুমারীরাও এসে বলল, 'প্রভু, প্রভু, আমাদেরে জন্য দরজা খুলুন।' কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেনে, 'আমি তোমাদেরে সত্যি বলছি, আমি তোমাদেরে চিনি না।' সুতরাং জাগ্রত থাকো; কারণ যে দিনি বা যে সময় মানবপুত্র আসবেনে, তা তোমরা জানো না।
>
> আমরা এখন অত্যন্ত বিপিদসঙ্কুল কালে বাস করছি, এবং খ্রীষ্টেরে আগমনেরে জন্য প্রস্তুতি নিতে আমাদেরে কারওই বিলম্ব করা উচিতি নয়। কেউ যেনে মূর্খ কুমারীদেরে উদাহরণ অনুসরণ না করে এবং না ভাবে যে, তখন দাঁড়াতে পারার মতো চরিত্র প্রস্তুত করার আগে সংকট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই নিরাপদ। অতিথিদিরে ডাকা হবে এবং পরিদির্শন করা হবে—সেই সময় খ্রীষ্টেরে ধার্মিকতা খোঁজার জন্য তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। এখনই খ্রীষ্টেরে ধার্মিকতা পরিধান করার সময়—সে বিবাহেরে বস্ত্র, যা তোমাকে

মেষশাবকের বিবাহভোজে প্রবেশের যোগ্য করে তুলবে। দৃষ্টান্তে মূর্খ কুমারীদের তেল ভিক্ষা করতে দেখা যায়, এবং অনুরোধ করেও তারা তা পায় না। এটি তাদের প্রতীক, যারা সংকটকালে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে এমন চরিত্র গড়ে নিজেদের প্রস্তুত করেনি। যেন তারা প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে বলে, তোমার চরিত্রটা আমাকে দাও, নইলে আমি নষ্ট হয়ে যাব। যারা বুদ্ধিমতী ছিল, তারা মূর্খ কুমারীদের টিমটিমে প্রদীপে তাদের তেল দিতে পারেনি। চরিত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেনা-বেচা যায় না; এটি অর্জন করতে হয়। প্রভু প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুগ্রহের সময়ের মধ্যে ধার্মিক চরিত্র অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু তিনি এমন কোনো ব্যবস্থা করেননি, যাতে এক মানুষ আরেকজনকে সেই চরিত্রটি দিতে পারে, যা সে কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, মহান শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ শিখে গড়ে তুলেছে—যার ফলে সে পরীক্ষার মধ্যে ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারে এবং বিশ্বাস প্রয়োগ করে অসাধ্যতার পর্বত সরিয়ে দিতে পারে। ভালোবাসার সুগন্ধ বিতরণ করা অসম্ভব—অন্যকে নম্রতা, কৌশল এবং অধ্যবসায় দেওয়া যায় না। একটি মানবহৃদয়ের পক্ষে আরেকটির মধ্যে ঈশ্বর ও মানবতার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া অসম্ভব।

কিন্তু সে দিন আসছে, এবং তা ঘনিয়ে এসেছে, যখন চরিত্রের প্রত্যেক দিক বিশেষ ধরনের প্রলোভনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যারা নীতির প্রতি অনুগত থাকে, যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তারাই হবে সেইসব লোক, যারা তাদের পরীক্ষাকালের পূর্ববর্তী সময়ে পরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে এবং খ্রিস্টের সদৃশ চরিত্র গড়ে তুলেছে। আর তারাই তারা, যারা খ্রিস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লালন করেছে এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হয়েছে। কিন্তু কোনো মানুষ আরেকজনকে হৃদয়ের ভক্তি ও মনের মহৎ গুণাবলি দিতে পারে না, এবং নৈতিক শক্তি দিয়ে তার ঘাটতিগুলো পূরণ করতে পারে না। আমরা একে অন্যের জন্য অনেক কিছুই করতে পারি, মানুষকে খ্রিস্টসদৃশ উদাহরণ দিয়ে, এভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারি যেন তারা সেই ধার্মিকতার জন্য খ্রিস্টের কাছে যায়, যেটি ছাড়া তারা বিচারে স্থির থাকতে পারবে না। মানুষের উচিত প্রার্থনার মন নিয়ে চরিত্র-গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা করা এবং তাদের চরিত্রকে ঐশ্বরিক আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলা। দ্য ইউথ ইনস্ট্রাক্টর, ১৬ জানুয়ারি, ১৮৯৬।